গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩,ইস্কাটন গার্ডেন রোড,ঢাকা।

www.dwa.gov.bd

বিষয়: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী :-

সভাপতি : অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

তারিখ ও সময় : ২৬/০৪/২০২৬খ্রি:, সকাল ১১:০০ ঘটিকা।

স্থান : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৫ম তলার সভাকক্ষ।

উক্ত সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মিজ্ ইয়াসমীন পারভীন, এনডিসি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মিজ্ শায়লা শার্মিন জামান, পরিচালক (যুগ্মসচিব) নাঈমা হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক মো: মনির হোসেন, প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক সহ সকল কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচনা শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্মসচিব) সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। সভায় আলোচ্যসূচি ভিত্তিক নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.	নিয়মিত উপিস্থিতি।	অধিদপ্তর পরিদর্শনকালে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিতি এবং বিলম্বে উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।	নিয়মিতভাবে যথাসময়ে অফিসে আগমন ও অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। দাপ্তরিক শৃঙ্খলা আবশ্যিকভাবে বজায় রাখতে হবে। অন্যথায় বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপপরিচালক, প্রশাসন।
০২.	জনবলের শূন্যপদ পূরণ।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের শূন্য পদসমূহে জনবল নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অবহিত করা হয় যে, মোট ২,১৫৮টি স্থায়ী পদের মধ্যে ১,০৬৬টি পদ শূন্য রয়েছে (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির যথাক্রমে ১৩৭, ১০, ৪০৫ ও ৫১৪টি পদ)। মোট ১,৪৩৯টি অস্থায়ী পদের মধ্যে ৩২৫টি পদ শূন্য রয়েছে (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির যথাক্রমে ৪১, ১৭, ১৬৪ ও ১০৩টি পদ)। অর্থাৎ মোট পদসংখ্যা ৩,৫৯৭ টির মধ্যে ১,৩৯১টি শূন্য রয়েছে।	১। নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রযোজ্য বিধিমালা অনুসরণ করে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে হবে। স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় পদের সর্বশেষ শূন্য পদের সংখ্যা নিরুপণ করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ২। ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদ পিএসসি এর মাধ্যমে দ্রুত পূরণ করতে হবে। ৩। লাইব্রেরিয়ান-এর পদ দ্রুত পূরণ করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.	নথির শ্রেণিকরণ ও বিনষ্টকরণ।	নথির শ্রেণিকরণ ও বিনষ্টকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১। নথিসমূহ যথাযথভাবে শ্রেণিকরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়মিত অডিট ও মনিটরিং করতে হবে। ২। মেয়াদোত্তীর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় নথি বিনষ্টকরণের জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
০৪.	স্টক রেজিস্টার হালনাগাদকরণ।	অফিসের বিভিন্ন শাখায় ব্যবহৃত মালামাল ও সরঞ্জামের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি শাখায় একটি করে স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।	১। প্রতিটি শাখায় বিদ্যমান সকল আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক সামগ্রী ও অন্যান্য উপকরণের বিস্তারিত তথ্য স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ২। প্রতিটি শাখায় একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ ও হালনাগাদের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। ৩। নির্দিষ্ট সময় অন্তর (মাসিক/ত্রৈমাসিক) স্টক যাচাই করে রেজিস্টারের সাথে মিলিয়ে দেখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
০৫.	সেলাই মেশিন ক্রয়।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের পরিচালন বাজেটে সেলাই মেশিন ক্রয়ের জন্য ২.০০ (দুই) কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।	চলতি অর্থ বছরের পরিচালন বাজেটের আওতায় সেলাই মেশিন ক্রয়ের কার্যক্রম অবিলম্বে আরম্ভ করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
০৬.	পেনশন নিষ্পত্তি।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। অবহিত করা হয় যে, জানুয়ারি/২০২৬ হতে মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত ১১টি আবেদন পাওয়া যায়। ১০টি আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে। একটি নথি চলমান রয়েছে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত সকল আবেদন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা।
০৭.	বিল-ভাউচার।	অর্থ শাখার সিলিং এ সংরক্ষিত প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতার বিলসমূহ বিভিন্ন সময়ে বকেয়া বেতন ভাতাদির সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংরক্ষিত আছে। অধিদপ্তরের বিভিন্ন ক্রয় সংক্রান্ত বিল ভাউচার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সংরক্ষিত আছে। তবে যে সকল অর্থবছরের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে সেই	যে সকল অর্থবছরের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে সে সকল অর্থ বছরের বিল ভাউচারসমূহ বিধি মোতাবেক বিনষ্ট করতে হবে।	অর্থ ও প্রশাসন শাখা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		সকল অর্থ বছরের বিল ভাউচারসমূহ বিনষ্ট করার বিষয়ে আলোচনা হয়।		
০৮.	দিবস উদযাপন।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় প্রতি বছর ৮মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যা শিশু দিবস, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ (২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর), ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন করা হয়। দিবসগুলো মূলত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পালন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দিবসসমূহ কিভাবে ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পালন করা যায়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপন করার ক্ষেত্রে সামাজিক বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ, যৌতুক, পাচার, বিভিন্ন আইন নিয়ে মাঠ পর্যায়ে ক্যাম্পেইন করা যেতে পারে।	মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সম্পৃক্ত করে স্কুল/কলেজ ভিত্তিক দিবস সমূহ উদযাপন; নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ (২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর) উদযাপন উপলক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ক্যাম্পেইন; এবং ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ক্যাম্পেইন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তবে, এ সকল কার্যক্রমে ব্যয় সাশ্রয়ী হতে হবে। স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে সচেতনতা সপ্তাহ পালন করতে হবে। স্থানীয় জনগণকে সচেতনতামূলক কার্যক্রমে বছরব্যাপী সম্পৃক্ত রাখতে হবে। শূন্য পদ পূরণের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।	মশিবিম/মবিঅ, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপপরিচালক (জেলা), উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা।
০৯.	দুঃস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক 'দুঃস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল' পরিচালিত হয়। এটা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিজস্ব তহবিল। এই অর্থ মঞ্জুরী হিসেবে প্রাপ্ত। বর্তমানে তহবিলের স্থিতি: ৩,৪১,১৮,৩৪৮.৪৬ (তিন কোটি একচল্লিশ লক্ষ আঠারো হাজার তিনশত আটচল্লিশ টাকা ছেচল্লিশ পঁয়সা) টাকা রয়েছে। এই অর্থের লভ্যাংশের ৮০% অর্থ দুঃস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য হিসেবে বিতরণ করা হয়। সে হিসেবে বর্তমানে বিতরণযোগ্য তহবিল ২৬ লক্ষ ৭৫ হাজার সাতশত ছত্রিশ টাকা। এই তহবিল থেকে এ পর্যন্ত ১১৮৩ জনকে ১ কোটি তিন লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়।	চলমান বিতরণ কার্যক্রম দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট শাখা।
১০.	মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ	দরিদ্র, বেকার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পেশাজীবী (পরিবার কেন্দ্রিক) নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বনিম্ন	ক্ষুদ্রঋণ শাখার সকল তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	প্রদান কর্মসূচি।	২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা হতে সর্বোচ্চ ৭৫,০০০/-(পঁচাত্তর হাজার) টাকা পর্যন্ত একক অথবা দলীয়ভাবে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর হতে শুরু হয়ে ৬৪টি জেলার আওতাধীন ৪৯২টি উপজেলায় কর্মসূচিটি ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শুরু হতে এই পর্যন্ত ৬৩,০৪,২০,০০০/- (তেষট্টি কোটি চার লক্ষ বিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে যা ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে ১,৭০,০২২ জন সুবিধাভোগীর মাঝে মোট ২০৩,৬৩,২৪,০০০/- (দুইশত তিন কোটি তেষট্টি লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার ৮১.০৬%। সভায় খেলাপী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যক্রম আরও জোরদার করার পাশাপাশি তদারকি ও মনিটরিং বৃদ্ধি করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	করার জন্য একটি সমন্বিত ও আধুনিক ডাটাবেইজ সিস্টেম প্রণয়ন করতে হবে।	ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
১১.	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রচার প্রচারণা।	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার প্রয়োজন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি পর্যায়ে নিয়মিত প্রচারণা ও সভা-সেমিনার আয়োজন করতে হবে। ২। নির্যাতনের শিকার নারীদের দ্রুত সহায়তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সমন্বয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কুইক রেসপন্স টিম সক্রিয় রাখা হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর।
১২.	ভিডব্লিউবি (VWB) কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীদের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ উপকারভোগীর শতকরা হার নিরূপণ।	জুলাই, ২০২৫ - জুন, ২০২৭ ভিডব্লিউবি চক্রে ত্রুটিপূর্ণ উপকারভোগীর শতকরা হার জানতে চাওয়া হয়। এক্ষেত্রে ২০%-২৫% ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় গত ১৫/১২/২০২৫ তারিখের এক প্রতিবেদনে ৬৭,০৫১ জনের দ্বৈততা পাওয়া যায়।	১। কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সভার মাধ্যমে উপকারভোগীর দ্বৈততার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ২। জুলাই ২০২৫ – জুন ২০২৭ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন ভিডব্লিউবি চক্রের কার্যক্রমের কার্যকারিতা, ফলাফল এবং উপকারভোগীদের উপর সামগ্রিক প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত প্রভাব মূল্যায়ন (Impact	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
			Assessment) পরিচালনা করতে হবে। ৩। MIS শক্তিশালী করতে হবে।	
১৩.	মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি।	মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির আওতায় শহরাঞ্চলে সকল পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, বিজেএমই, বিকেএমই এবং লেদার ফুটওয়্যার এর ৭০০টি গার্মেন্টস, ও কারখানার ৩০% উপকারভোগী নির্বাচন নিশ্চিত করা। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ভাতাভোগীর বরাদ্দ ৯,৮১,৬৪৮ জন। ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রামীণ (Rural) এরিয়ায় ৬,৫০,৮২০ জন। পৌরসভার, সিটি কর্পোরেশন, বিজেএমই, বিকেএমই, লেদার ফুটওয়্যার কারখানা এবং চা বাগান এলাকায় (Urban) এরিয়ায় ৩,৩০,৮২৮ জন।	১। শহরাঞ্চলে সকল পৌরসভার, সিটি কর্পোরেশন, বিজেএমই, বিকেএমই এবং লেদার ফুটওয়্যার এর ৭০০টি গার্মেন্টস ও কারখানার ৩০% উপকারভোগী নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে। ২। যে সিটি কর্পোরেশনে উপকারভোগীর সংখ্যা কম সেখানে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। স্পট ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে উপকারভোগী বৃদ্ধি করতে হবে। ৩। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং কারখানার প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। ৪। পরিকল্পনা অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনে এবং গার্মেন্টস কারখানা গুলোতে প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ সভা আয়োজন করতে হবে।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় , মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং WFP (কারিগরী সহায়তা)।
১৪.	দিবাযত্ন শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশে ৪৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।	দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মকর্তা/ কর্মচারী প্রকল্প থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তর হয়েছে। কিন্তু অধিদপ্তরের বিদ্যমান নিয়োগবিধি ও সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত না হওয়ায় স্থানান্তরিত পদগুলো স্থায়ী হয় নাই। দিবাযত্ন কেন্দ্রের ৪৬০টি পদের মধ্যে ১৩৩টি পদ শূন্য রয়েছে। পদ স্থায়ী না হওয়ার কারণে স্থায়ীভাবে নিয়োগ না দেওয়া পর্যন্ত দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলো চালু রাখার স্বার্থে ১৩৩ টি পদ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে।	১। দিবাযত্ন শাখার ১৩৩টি শূন্য পদ যেহেতু নিয়োগবিধি ও সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত হয়নি, সেহেতু ১৩৩টি শূন্য পদের বিপরীতে আউটসোর্সিং নীতিমালা ২০২৫ এর আলোকে জনবল নিয়োগে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ২। পরিচালন বাজেটের আওতায় দিবাযত্ন কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। আয়ের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৫.	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল।	চাহিদার ভিত্তিতে নতুন হোস্টেল নির্মাণ এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ৯টি হোস্টেলের মধ্যে নিজস্ব আয়ে পরিচালিত ৬টি হোস্টেলসহ ভবিষ্যতে নির্মিতব্য হোস্টেলসমূহ	চাহিদা অনুযায়ী আরো নতুন হোস্টেল নির্মাণ করা হবে । হোস্টেলের আয় থেকে পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। ব্যয় সাশ্রয়ী হতে হবে। সকল হোস্টেলে	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		সম্পূর্ণ রাজস্ব ব্যয়ে পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা হয়।	নিরাপত্তা,পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে।	
১৬.	পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও সচেতনতা সৃষ্টি শাখা।	নারী নির্যাতন প্রতিরোধ , বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ, কর্মস্থলে যৌন হয়রানী প্রতিরোধ, ইভটিজিং প্রতিরোধ, মানব পাচার প্রতিরোধ, যৌতুক নিরোধসহ নারীর প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধে সারাদেশে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত রাজস্ব ও প্রকল্পের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিদ্যমান অবকাঠামোর মধ্যে থেকেই কাজের গতি বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	১। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত রাজস্ব ও প্রকল্পের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিদ্যমান অবকাঠামোর মধ্যে থেকে কাজের গতি বৃদ্ধি করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশনাসহ একটি পত্র জেলা ও উপজেলাসমূহে প্রেরণ করা হবে। ২। ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান নারী উন্নয়ন ফোরাম, কমিটি ও ক্লাবসমূহকে সক্রিয় করে সচেতনতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে। ৩। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা, যাতে তারা আরও দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারেন। ৪। সচেতনতা কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিত মনিটরিং ও মূল্যায়নের মাধ্যমে কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে।	উপপরিচালক (পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও সচেতনতা সৃষ্টি) এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত রাজস্ব ও প্রকল্পের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ।
১৭.	মহিলা সহায়তা কর্মসূচির কার্যক্রম।	মহিলা সহায়তা কর্মসূচির কার্যক্রম বর্তমানে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল ও খুলনা এই ৬টি বিভাগে চলমান রয়েছে। আলোচনায় উল্লেখ করা হয় যে, দেশের অবশিষ্ট ২টি বিভাগ—রংপুর ও ময়মনসিংহসহ ৬৪টি জেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	দেশের অবশিষ্ট ২টি বিভাগ—রংপুর ও ময়মনসিংহসহ ৬৪টি জেলায় পর্যায়ক্রমে মহিলা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমোদন, বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দ্রুত কার্যক্রম শুরু করতে হবে। প্রতিটি জেলায় OCC স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/জেলা হাসপাতালে OCC স্থাপন করার উদ্যোগ নিতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
১৮.	রেজিস্ট্রেশন শাখা (স্থান পরিবর্তন)।	সহকারী পরিচালক এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এর বসার স্থান স্থানান্তরের বিষয়ে নির্দেশনা পাওয়া যায়।	সহকারী পরিচালক এর বসার স্থান রুমের প্রথম অংশে এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরকে রুমের দ্বিতীয় অংশে বসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপপরিচালক (রেজিস্ট্রেশন ও জনসংযোগ)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৯.	হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর ।	৫ আগস্ট ২০২৪ এ হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন ভবনটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৭ জন হেফাজতিকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আশ্রয় কেন্দ্রে সাময়িক সময়ের জন্য স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে আবাসন কেন্দ্রটির মেরামত কার্যক্রম চলমান থাকায় হেফাজতিদের আশ্রয় প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। ২০২৬ এর জুনের মধ্যে মেরামত কাজ সম্পন্ন হলে এবং হোস্টেল সুপার পদায়ন করা হলে নতুনভাবে হেফাজতিদের আশ্রয় প্রদান করা সম্ভব হবে। নিরাপদ আবাসন কেন্দ্রের মেরামত কাজ দ্রুত সম্পন্নকরণ ও কর্মকর্তা-কর্মচারী পদায়ন এর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	১। আবাসন ভবনের কার্যক্রম পুনরায় চালুর লক্ষ্যে দ্রুত হোস্টেল সুপারসহ প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। মেরামত কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত হেফাজতিদের বর্তমান আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপদ ও মানবিক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় অব্যাহত রাখতে হবে। ৩। ভবনটি পুনরায় ব্যবহারের পূর্বে নিরাপত্তা, বাসযোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে যথাযথ পরিদর্শন সম্পন্ন করতে হবে। ৪। ভবিষ্যতে এ ধরণের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
২০.	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা।	ক) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় ও এর সার্বিক পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নান্দনিক রাখার লক্ষ্যে একটি "নন্দন কমিটি" গঠন করা হয়েছে । খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের অকেজো মালামালের তালিকা প্রণয়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	ক) নন্দন কমিটি নিয়মিতভাবে কার্যালয়ের অভ্যন্তর ও বহিঃপরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কার্যক্রম তদারকি করবে। খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের অকেজো মালামালের তালিকা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করে দ্রুত যাচাই বাছাই কার্যক্রম সমাপ্ত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কাজটি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও নন্দন কমিটি। খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
২১.	বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র অঙ্গনার প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি এবং প্রতিটি জেলায় উপপরিচালকের কার্যালয়ে অঙ্গনার শাখা	অঙ্গনাতে উদ্যোক্তারা সুন্দর, মানসম্মত পণ্য সামগ্রী দিচ্ছেন। ব্যাপক প্রচার প্রচারণা করা হলে অঙ্গনাও জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি লাভ করবে। উপরন্তু প্রতিটি জেলায় অঙ্গনাকে ছড়িয়ে দেয়া গেলে স্থানীয় উদ্যোক্তারা অধিক সুফল ভোগ করবেন। অঙ্গনার ব্যাপক প্রচার প্রচারণা এবং জেলা	১। অঙ্গনার ব্যাপক প্রচার প্রচারণা এবং জেলা পর্যায়ে অঙ্গনার ডিসপ্লে সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ২। দুই শিফট চালুর বিষয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত অবহিত করবে। ৩। অঙ্গনার পণ্য সামগ্রী ব্যাপক	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	স্থাপন।	পর্যায়ে অঙ্গনা স্থাপনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অবহিত করা হয় যে, অঙ্গনায় দুই শিফট চালু করা হলে বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে। এ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি ২১/০৮/২০২৫ তারিখের ৩২ নং স্মারকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২। অঙ্গনার পণ্য সামগ্রী ব্যাপক প্রচার প্রচারণার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে অবহিতকরণের জন্য বিগত ০১/০৮/২০২৫ তারিখে মাননীয় উপদেষ্টা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। এ বিষয়ে পুনরায় মাননীয় মন্ত্রীর স্বাক্ষরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে আধা সরকারী পত্র প্রেরণের প্রস্তাব করা হয়।	প্রচারণার লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রীর স্বাক্ষরে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে আধা- সরকারী পত্র প্রেরণ করা হবে।	
২২.	ক্যাফে জয়িতা।	ক্যাফে জয়িতার খাদ্যের গুণগত মান উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানটি সর্বদা পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ক) ক্যাফে জয়িতার খাদ্যের গুণগত মান উন্নয়ন এবং সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে নিয়মিত তদারকি জোরদার করতে হবে। খ) ক্যাফে জয়িতা পরিচালনা সংক্রান্ত চুক্তি অনুসরণ করা; যথাসময়ে বিল পরিশোধ, ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
২৩.	২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।	প্রকল্পের সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।	প্রকল্প সমাপ্তির সাথে সাথে এর আওতাভুক্ত দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহ পরিচালন বাজেটের আওতাভুক্ত করতে হবে। পরিচালন বাজেটের আওতায় পরিচালিত ৪৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের আদলে ২০ টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক।
২৪.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৬০টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন প্রকল্প।	প্রকল্পের সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।	প্রকল্প সমাপ্তিতে পরিচালন বাজেটের আওতায় পরিচালিত ৪৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের আদলে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৬০টি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক।
২৫.	উপকূলীয়	উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত	প্রকল্পটির এক্সিট প্ল্যান তৈরী করতে	প্রকল্প

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (GCA) প্রকল্প।	নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (GCA) প্রকল্পের এলাকা, উপকারভোগী নির্বাচন, কার্যক্রম ও অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। প্রকল্পটি জুন ২০২৬ মাসে সমাপ্ত হবে।	হবে। বিধি মোতাবেক প্রকল্প সমাপ্তির সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	পরিচালক।
২৬.	কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প।	কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রম, অগ্রগতি এক্সিট প্লানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রকল্পটি জুন ২০২৬ এ সমাপ্ত হবে।	প্রকল্পটির এক্সিট প্ল্যান তৈরী করতে হবে। জনবলের বিষয়টি এক্সিট প্লানে রাখতে হবে। বিধি মোতাবেক প্রকল্প সমাপ্তির সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক।
২৭.	১. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিকার ও প্রতিরোধে সমন্বিত সেবা জোরদারকরণ এবং কুইক রেসপন্স টিমের প্রকল্প। ২. জানুয়ারি/২৬ হতে এপ্রিল/২৬ পর্যন্ত বেতন ভাতাদি প্রদান ।	১. সমাপ্ত (MSPVAW) প্রকল্পের জনবলকে সরাসরি কুইক রেসপন্স টিম প্রকল্পে নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়। ২.মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেট থেকে (MSPVAW) প্রকল্পের জনবলকে ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত বেতন পরিশোধ করা হয়েছে এবং কুইক রেসপন্স টিম প্রকল্পের জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা হয়।	বিধি মোতাবেক দ্রুত জনবল নিয়োগ শেষ করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক।
২৮.	Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh (Phase-II) প্রকল্প।	বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাঠ পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়।	Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh (Phase-II) প্রকল্পের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম এবং পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও সচেতনতা শাখার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম সমূহ মাঠ পর্যায়ে থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বাস্তবায়নে একত্রে কাজ করতে হবে। ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২৯.	প্রোমোটিং রাইটস এন্ড এডভান্সমেন্ট অফ উইমেন এন্ড গার্লস টু প্রিভেন্ট জিবিভি প্রকল্প।	পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন, ২০২৬ এবং কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানী প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০২৬ খসড়া আইন দুটি ২৯ জানুয়ারী ২০২৬ অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। এছাড়াও, গত ১৫/০৪/২৬ তারিখে সর্বশেষ অংশীজনদের অংশগ্রহণে সভা করা হয়েছে।	পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন, ২০২৬ এবং কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানী প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০২৬' খসড়া আইন দুটি দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক , মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩০.	নদী ভাঙ্গান প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নারীর অভিযোজন সক্ষমতা সৃষ্টি প্রকল্প।	প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এর অর্থায়নভুক্ত। প্রকল্প এলাকা, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নারীর অভিযোজন সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নদী ভাঙ্গান প্রবণ অন্যান্য এলাকায় সমজাতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়।	নদী ভাঙ্গন প্রবণ অন্যান্য জেলায় সমজাতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক।
৩১.	সার্ভার রুমের দায়িত্ব প্রদান।	সার্ভার রুমের দায়িত্ব উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট অর্পণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	সার্ভার রুমের দায়িত্ব উপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট অবিলম্বে অর্পণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (প্রশাসন)।
৩২.	ছাদে প্রবেশের দরজা তালাবদ্ধ রাখা।	পরিদর্শণকালে ছাদে প্রবেশের দরজা খোলা দেখা যায়, যা ঝুঁকিপূর্ণ।	ছাদে প্রবেশের দরজা সার্বক্ষণিক তালাবদ্ধ রাখতে হবে এবং চাবি এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যেন অনুমতি প্রাপ্ত নয় এমন কারো হস্তগত হয়।	উপ-পরিচালক (প্রশাসন)।
৩৩.	প্রহরীদের নির্ধারিত পোষাক পরিধান নিশ্চিতকরণ।	প্রহরীদের নির্ধারিত পোষাক পরিধানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সকল প্রহরীকে পরিচয়পত্রসহ নির্ধারিত পোষাক পরিধান বাধ্যতামূলক করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে বিধি মোতবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
৩৪.	প্রধান কার্যালয় ভবন সংস্কার।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভবন সংস্কার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১। ভবনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষের (পিডব্লিউডি) মাধ্যমে ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তা যাচাই করে প্রয়োজনীয় সংস্কার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। ২। বৈদ্যুতিক তারসমূহ অভিজ্ঞ টেকনিক্যাল টিম দ্বারা পরীক্ষা করে ঝুঁকিপূর্ণ লাইনসমূহ অবিলম্বে মেরামত/প্রতিস্থাপন করতে হবে। ৩। রিজার্ভ ট্যাংক এর পানির মান	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
			পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পানি নিয়মিত পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি নির্ধারিত সময়সূচি প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। সর্বশেষ পরিষ্কার করার তারিখ স্পষ্টভাবে ট্যাংক-এর গায়ে লিখে রাখতে হবে।	

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন
মন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৩২.০১.০০০০.০০০.০০১.০৬.০০০২.২৬. ৬৯৪ তারিখ: ২৭/০৫/ ২০২৬

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

১। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩। মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক (সকল), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। আইন কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,ঢাকা।
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৯। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১০। উপপরিচালক (সকল), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১। সহকারী পরিচালক/গবেষণা কর্মকর্তা (সকল), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা... মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ইনোভেশন, ডি -ফাইলিং এবং ওয়েব সাইট, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৪। অফিস কপি ।